ঐতরেয়ব্রাহ্মণ (2)

বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণীর ঋত্বিকের প্রয়োজন হত | যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পন্ন করবার জন্য যজমানকর্তৃক যে সমস্ত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বৃত হয়ে কর্মে নিযুক্ত হতেন তাদের ঋত্বিক বলা হত | যজ্ঞের সময় ভিন্ন ভিন্ন কর্মের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঋত্বিকের প্রয়োজন হত | কোনো ঋত্বিক উচ্চৈস্বরে ঋকমন্ত্র পাঠ করে দেবতাদের আবাহন পূর্বক স্তুতি করতেন, তাকে হোতা বলা হত | কোনো ঋত্বিক যজুর্মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পুরোডাশাদি হবির্দ্রব্য প্রস্তুতপূর্বক দেবতার উদ্দেশ্যে আহুতিপ্রদান করতেন , তিনি অধ্বর্যু| আবার ঋকমন্ত্রে সুর দিয়ে যজ্ঞের সময় সামগান করতেন উদগাতানামক ঋত্বিক | যজ্ঞকালে এই ঋত্বিকগণ প্রয়োজনমতো একযোগে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত থাকতেন | সবচেয়ে বেশীসংখ্যক ঋত্বিকের প্রয়োজন হত সোমযাগে | ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ঋত্বিকের কর্মের বিবরণ ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণে লিপিবদ্ধ হয়েছিল , যেমন- ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক হোতা এবং তার সহযোগকারীগণের অনুষ্ঠেয় কর্মের উপবেশ ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণে বিশদভাবে বলা হয়েছে | অন্যান্য যজুর্বেদীয় বা সামবেদীয় ঋত্বিকদের কর্মের কথা কেবল প্রসঙ্গক্রমে সেখানে উল্লিখিত হয়েছে | আবার যজুর্বেদীয় বা সামবেদীয় ঋত্বিকগণের কর্মের খুঁটিনাটি সেই সেই বেদীয় ব্রাহ্মণে বিশেষভাবে পাওয়া যায় | সুতরাং ঋগ্বেদীয় ব্রাহ্মণ প্রধানতঃ হোতৃকর্মের লিখিত বিবরণ | ঋগ্বেদের সঙ্গে যুক্তরূপে আমরা বর্তমানে দুটি ব্রাহ্মণগ্রন্থ পাই - ঐতরেয় ও সাংখ্যায়ন বা কৌষিতকী | এদের মধ্যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগ্রন্থরূপে সবচেয়ে প্রাচীন বলে মনে করা হয় | অধ্যাপক কীথ এর মতে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ তৈত্তিরীয় সংহিতার অন্তর্গত ব্রাহ্মণধর্মী অংশগুলির থেকেও প্রাচীনতর | এই

ব্রাহ্মণে (এবং কৌষীতকি ব্রাহ্মণেও) সোমযাগের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। কারণ অন্যান্য সকল যাগকর্মে হোতার কিছু কিছু করণীয় কর্ম থাকলেও সোমযাগেই শস্ত্রপাঠকর্তারূপে হোতা এবং তার সহকারীবৃন্দের বিশেষ ভূমিকা থাকে। ইতরাপুত্র মহিদাস ঐতরেয় ব্রাহ্মণের স্রষ্টারূপে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদের অন্তর্গত এই প্রাচীন ব্রাহ্মণে ঋগ্বেদীয় ঋত্বিক হোতার ইতিকর্তব্য বর্ণিত হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে ঋগ্বেদিয় মন্ত্রের প্রয়োগবিধি ও ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ঐতরেয় ব্রাহ্মণের শেষ আটটি অধ্যায়ে ইন্দ্রাভিষেকের বর্ণনার সঙ্গে প্রাচীন ভারতে রাজ্যাভিষেক পদ্ধতির একটি পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে সেখানে রাজসূয় যাগের বর্ণনা আছে। রাজসূয় যাগ প্রাচীন ভারতে যেমন রাজার রাজ্যাভিষেকের অনুষ্ঠান ছিল, অন্যদিকে তেমনি রাজার একচ্ছত্র আধিপত্যলাভের ও মাধ্যম ছিল। মোটামুটিভাবে এক বছরের কিছু বেশী সময় ধরে এই যাগের অনুষ্ঠান হত এবং এই যাগ ইষ্টি, পশু ও সোমযাগের মিলিতরূপ ছিল। সাধারণতঃ তিনটি পর্যায়ের অনুষ্ঠানের দ্বারা এই যাগ সম্পূর্ণ হত। প্রথম পর্যায়ে কতকগুলি প্রারম্ভিক যাগানুষ্ঠান করা হত। দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিষেচনীয় নামক অনুষ্ঠানে রাজার অভিষেকপর্ব সম্পন্ন হত। তৃতীয় পর্যায়ে অভিষেকোত্তর কিছু অনুষ্ঠান করা হত। এর মধ্যে দ্বিতীয় পর্যায়ে অভিষেচনীয় কর্মে অভিষেকের পর রাজাকে হোতৃনামক ঋত্বিক শুনঃশেপোপাখ্যান নামক উপাখ্যানটি শোনাতেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের তেত্রিশতম অধ্যায়ে এই কাহিনীটি পূর্ণাঙ্গভাবে বিবৃত হয়েছে। দীর্ঘদিনব্যাপী যাগানুষ্ঠানের মধ্যে এইভাবে বিশেষ কোনো আখ্যানের অবতারণা অবশ্যই প্রাচীনদের কাছে বিনোদনের অঙ্গরূপে পরিগণিত হত। যজ্ঞের পট্‌ভূমিকায় কাহিনীটির অবতারণা করা হলেও স্বতন্ত্র কাহিনীরূপেও আখ্যানটির মূল্য অসাধারণ। একারণে কালের

দীর্ঘ ব্যবধান পেরিয়ে আজও কাহিনীটি মানুষের মনকে নাড়া দেয়।